আর্কাদি গাইদার

চুক আর গেক

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

আর্কাদি গাইদার

চুক আর গেক

আর্কাদি গাইদার
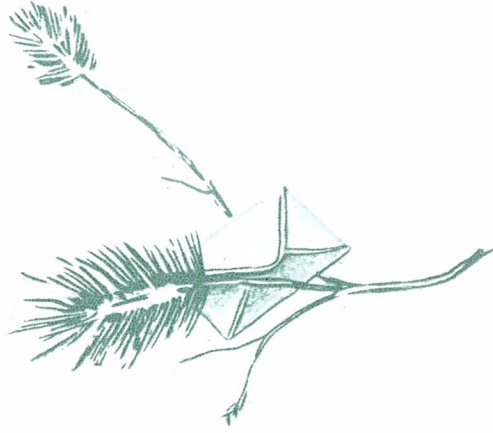
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

АРКАДИЙ ГАЙДАР

ЧУК И ГЕК

অনুবাদ: শঙ্কর রায়

চিত্রাঙ্কন: দ. দুবিন্‌স্কি

নীল পাহাড়ের পাশে জঙ্গল—সেই জঙ্গলে বাস করত একজন মানুষ। তার অনেক কাজ, কাজের আর আদি অন্ত নেই, তাই ছুটিতে বাড়ী যাবার পর্যন্ত উপায় ছিল না।

শেষমেশ যখন শীত এল, তখন বাড়ীর জন্যে ওর খুব মন কেমন করতে লাগল, বৌকে লিখে দিল—ছেলেদের নিয়ে একবার এসে ঘুরে যাও।

ওর দুই ছেলে—চুক আর গেক।

মায়ের সাথে ওরা থাকত অনেক অনেক দূরের এক বড় শহরে—পৃথিবীতে তার চেয়ে ভাল শহর আর কোথাও নেই।

শহরের মিনারের মাথায় দিন-রাত জ্বল জ্বল করে জ্বলত লাল তারা।

নিশ্চয় এ শহরের নাম মস্কো।

ডাকহরকরা যখন চিঠি নিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠছিল—তখন চুক আর গেকের মধ্যে যুদ্ধ চলছে, দুজনে দুজনকে মারছে আর চেঁচাচ্ছে।

কিসের থেকে মারামারি সুরু হয় তা ভুলে গেছি। বোধ হয় চুক গেকের খালি দেশলাইয়ের বাক্স নিয়েছিল কিম্বা গেক চুকের জুতোর কালির কৌটোটা মেরে দিয়েছিল।

দুজনেই দুজনকে গোটা দুই রদ্দা মেরে আর একবার মারার জোগাড় করছে—এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল। দুজনে ত' ভয়ে কাঠ, খালি এ ওর মুখ চাওয়া-চাউই করে। ভাবল—এই রেঃ, নির্ঘাৎ মা। ওদের মা ভারী অদ্ভুত মানুষ। মারামারির জন্য বকত না চ্যাঁচাত না, খালি দুজনকে ছাড়িয়ে নিয়ে দু' কামরায় পুরে রেখে দিত ঘণ্টা খানেক কিম্বা ঘণ্টা দুয়ের মত, একসাথে খেলতে দিত না। এক ঘণ্টায় ত'—টিক, টিক, টিক,— ষাট ষাটটা মিনিট। দু'ঘণ্টায় আরো বেশী।

তাই দুজনেই চক্ষের পলকে চোখের জল মুছে দরজা খুলতে ছুটে গেল।

খুলে দেখে—ও মা, এত মা নয়, ডাকহরকরা, চিঠি নিয়ে এসেছে।

দুজনেই চেঁচিয়ে উঠল:

'বাবার চিঠি এসেছে, বাবার চিঠি, তা হলে নিশ্চয় শীগ্‌গিরই আসবে বাবা।'

খুশীর চোটে দুজনেই ধেই ধেই করে নাচ জুড়ে দিল, সোফার ওপর বার কয়েক ডিগবাজী খেয়ে নিল। মস্কো যদিও পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর শহর—তবুও সারাটা বছর বাবা বাড়ীতে না থাকলে মস্কোই কি আর ছাই ভাল লাগে?

খুশীর চোটে লাফালাফি করতে করতে দুজন টেরও পেল না কখন মা এসে গেছে।

ঘরে ঢুকেই মায়ের চক্ষুস্থির।

দেখে, তার দুই সোনার চাঁদ ছেলে সোফায় চিৎ হয়ে শুয়ে চ্যাঁচাচ্ছে আর প্রাণপণে জুতোর গোড়ালি দিয়ে দেয়ালে তাল ঠুকছে—তালের চোটে সোফার ওপরের ছবিগুলো থর্ থর্ করে কাঁপছে আর দেয়ালের ঘড়ির স্প্রিং ঝন্ ঝন্ করছে।

এই উৎকট আনন্দের কারণ জেনে মা আর ওদের বকল না, খালি সোফা থেকে নামিয়ে দিল। কোন রকমে লোমের

কোটটা ছেড়েই ছোঁ মেরে চিঠিটা ওদের হাত থেকে নিয়ে নিল মা; চুলের বরফের গুঁড়ো ঝাড়ারও তর সইল না—সেগুলো গলে গিয়ে মায়ের কালো ভুরুর ওপর মুক্তোর মত জ্বল জ্বল করতে থাকল।

সবাই জানে, চিঠিতে ভাল খবরও থাকে আবার মন্দ খবরও থাকে। তাই মা যতক্ষণ চিঠি পড়ল চুক আর গেক এক দৃষ্টে মা'র মুখের দিকে চেয়ে রইল।

প্রথমে মায়ের ভুরু কুঁচকে গেল, ওরাও ভুরু কোঁচকাল। তার পর মায়ের মুখে হাসি ফুটল। তার মানে ভাল খবর।

চিঠিটা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে মা বলল, 'তোমাদের বাবা আসবে না। মেলা কাজ কিনা তাই বাড়ী আসতে পারছে না'।

কিচ্ছু বুঝতে না পেরে চুক আর গেক এ ওর মুখ চাওয়া-চাউই করল। এর থেকেও খারাপ খবর কি আর আছে?

দুজনেই ঠোঁট ফুলিয়ে ফোঁৎ ফোঁৎ করতে করতে রাগ করে মায়ের দিকে চাইল। কেন যে মা হাসছে বুঝতে পারল না।

মা বলল, 'বাবা আসবে না, কিন্তু আমাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছে'।

সোফা থেকে তিড়িং করে লাফিয়ে নামল দু'ভাই।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মা বলল, 'অদ্ভুত মানুষ বাপু! চলে এস! যেন ট্রামে চেপে এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় যাওয়া আর কি!'

চুক বলে উঠল, 'তা নয় ত' কি? বাবা যেতে বলেছে, ব্যস্ গাড়ী চেপে চলে যাবো।'

মা বলল, 'হাঁদারাম! সে কি এখানে? রেলগাড়ী করে হাজার

হাজার মাইল যেতে হবে, তার পর স্লেজে চড়ে তাইগায়। তাইগায় নেকড়ে কিম্বা ভালুকের মুখে পড়লে টের পাবে মজাখানা। ভাবো দিকি একবার?'

'দ্যুৎ কিচ্ছু হবে না।' দু'ভায়ে মাকে জানিয়ে দিল ওরা এক হাজার কেন একেবারে একশো হাজার মাইলও যেতে রাজী। ভয় আবার কিসের? ওরা কি কম বীর পুরুষ নাকি? কেন, কালকেই বাড়ীর উঠোন থেকে একটা রাস্তার কুকুরকে ঢিলিয়ে তাড়িয়ে দেয়নি? তবে?

হাত পা নেড়ে অনেকক্ষণ ধরে বক্ বক্ করল দু'ভাই। মা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে শুনল ওদের কলবলানি; তার

পর হঠাৎ হেসে উঠে দুজনকে দু'কাঁধে তুলে বারকয় চরকি-বাজী ঘুরিয়ে বসিয়ে দিল সোফায়।

এই ফাঁকে চুপ চুপ করে বলে রাখি—মা অনেক দিন হল-ই এমনি চিঠির কথা ভাবছিল, শুধু একটুখানি মজা দেখার জন্য চুক আর গেককে ক্ষেপাচ্ছিল। মজা করতে মা'র ভারী ভাল লাগে।

যাবার তোড়জোর করতেই এক সপ্তাহ লেগে গেল। চুক আর গেকও হাত গুটিয়ে বসে রইল না।

চুক রান্না ঘরের চাকু থেকে নিজের জন্যে ছোরা বানিয়ে নিল, গেক একটা চাঁছাছোলা ছড়ির মাথায় পেরেক ঠুকে দিব্যি বর্শা বানিয়ে ফেলল। কোন কিছু দিয়ে ভালুকের চামড়া ফুঁড়ে একবার যদি এই জবরদস্ত বর্শা বুকে বিঁধিয়ে দেওয়া যায়, ব্যস্, তা হলে আর দেখতে হবে না—সঙ্গে সঙ্গে অক্কা পাবে।

শেষমেশ গোছগাছ হয়ে গেল, মোট ঘাট বাঁধা হল। সদর দরজায় ডবল তালা ঝোলানো হল, যাতে চোর না আসতে পারে। ভাঁড়ারের আলমারী থেকে আটা ময়দার গুঁড়ো খুদকুঁড়ো ঝেড়ে ফেলা হল—যাতে ইঁদুরের দৌরাত্ম না হয়। তার পর মা গেল স্টেশনে—পর দিন বিকেলের ট্রেনের টিকিট কাটতে।

মা চলে যেতেই চুক আর গেকের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল।

শুধু যদি ওরা জানত এই ঝগড়ার ফল কি হবে, তা হলে হয়ত ঝগড়াই করত না।

হিসেবী চুক একটা চ্যাপটা টিনের কৌটোয় চায়ের রাংতা আর চকোলেটের মোড়ক জমিয়ে রাখত। ওখানেই থাকত তীরের জন্য কয়েকটা কাকের পালক, চীনে তামাসা দেখানোর জন্য ঘোড়ার চুল আর এমনি সব দরকারী জিনিষপত্র। গেকের এমনি

কৌটো ছিল না। গেক বড় অগোছালো — তা হলে কি হয়, গেক গান ত' গাইতে পারে। চুক লুকোনো জায়গা থেকে তার মহামূল্য কৌটোটা বের করছে, গেক গান গাইছে — এমন সময় ডাকহরকরা এসে মায়ের নামের এক টেলিগ্রাম দিল চুকের হাতে।

টেলিগ্রামটা কৌটোয় পুরে নিয়ে চুক দেখতে গেল — কেন গেক গান বন্ধ করে খালি খালি চ্যাঁচাচ্ছে

'তাইরে, নাইরে, নাইরে না।'

দরজা খুলে যা দেখলো তাতে রাগে তার সারা গা রি রি করে উঠল।

ঘরের ঠিক মধ্যিখানে এক চেয়ার, চেয়ারের পিঠে খবরের কাগজ ঝোলানো। বর্শার খোঁচায় কাগজটা ঝুলি ঝুলি হয়ে গেছে। কিন্তু এতো কিছুই নয়। হতভাগা গেক — মায়ের জুতোর হলদে বাক্সটাকে ভালুক বানিয়ে সমানে বর্শা দিয়ে খোঁচাচ্ছে। ওই বাক্সের মধ্যে চুক একটা টিনের বাঁশী, নভেম্বর উৎসবের তিনটে রংচঙ্গে ব্যাজ আর ছেচল্লিশ কোপেক জমিয়ে রেখেছিল। গেকের মত উড়িয়ে না দিয়ে পয়সা কটা পথের জন্য রেখে দিয়েছিল।

জুতোর বাক্সটার শতছিদ্র অবস্থা দেখে, চুক গেকের হাত থেকে বর্শা কেড়ে নিয়ে হাঁটুর ওপর দুমড়ে ভেঙ্গে মেজেয় ফেলে দিল।

গেক বাজপাখীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল চুকের ওপর। টিনের বাক্সটা চুকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে লাফিয়ে জানলার ওপর চড়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে।

চুক রেগে কাঁই হয়ে গেল, তার পর তারস্বরে চিৎকার করে, 'টেলিগ্রাম! টেলিগ্রাম!' বলতে বলতে গরম কোট গায়ে চড়িয়ে খালি মাথায় দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

অবস্থাটা সুবিধের নয় বুঝে গেকও চুকের পেছন পেছন গেল।

টিনের কৌটোটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না, টেলিগ্রামটাও গেল সেই সাথে—কেউ পড়তেও পেল না সেটা।

কৌটোটা হয় নরম বরফের মধ্যে পুঁতে গেছে নয়ত ফুটপাথে পড়েছে, কেউ হয়ত কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। মোদ্দা কথা, টেলিগ্রাম আর সব সম্পত্তি শুদ্ধ কৌটোটা চিরকালের মত হারিয়ে গেল।

* * *

বাড়ীতে ফিরে দু'ভাই-ই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। মিটমাট অনেক আগেই হয়ে গেছে, কারণ ওরা জানত, দুজনেরই আজ উত্তম-মধ্যম মিলবে মায়ের কাছ থেকে। চুক গেকের চেয়ে এক বছরের বড়। ওর ভয় শাস্তিটা ওর ভাগ্যেই বেশী জুটবে, তাই ভাবনাও হল বেশী।

'এই গেক, শোন! আচ্ছা, মাকে যদি টেলিগ্রামের কথা মোটে না বলি, তাহলে? টেলিগ্রাম—কি আর এমন জিনিষ এঁ্যা? টেলিগ্রাম ছাড়াই বা আমাদের কি এমন খারাপ?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গেক বলল, 'মিছে কথা বলতে নেই। মিছে কথা বললে মা আরো বেশী রাগ করে।'

খুশী হয়ে চুক বলল, 'আমরা মিছে কথা বলতে যাবো কেন? মা যদি জিজ্ঞেস করে—"টেলিগ্রাম কোথায়?" তবে বলব। আর যদি জিজ্ঞেস না করে, তবে আগে ভাগেই বলতে যাবো কেন? আমরা ত' আর হড়বড়ে নই?'

গেক রাজী হয়ে বলল, 'আচ্ছা। যদি মিছে কথা বলতে না হয়, তবে তাই করব। চুক, তুই বেশ ভাল বুদ্ধি বের করেছিস রে।'

ওদের মধ্যে বোঝাপড়া হতে না হতেই মা এসে হাজির। ট্রেনে ভাল জায়গার টিকিট পেয়ে মা খুব খুশী ছিল। তবুও ঘরে ঢুকেই টের পেল তার সোনার চাঁদ ছেলেদের মুখ ভার, চোখে জলের দাগ।

কোট থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে মা বলল, 'ভাল ছেলেরা, বলে ফেল দেখি, আমি চলে যাবার পর কি নিয়ে খুনোখুনি হচ্ছিল?'

চুক বলল, 'খুনোখুনি হয়নি।'

গেকও বলল, 'না হয়নি। প্রথমে ভেবেছিলাম মারামারি করব, তার পর ভেবে চিন্তে আর করিনি।'

মা বলল, 'বাঃ, এমনি ভাবনা-চিন্তা আমি খুব ভালবাসি।'

কোট ছেড়ে সোফায় বসে মা শক্ত শক্ত সবুজ তিনটে টিকিট দেখাল ওদের, একটা বড় আর দুটো ছোট ছোট। তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিল সবাই। তার পর গোলমাল থেমে গেল, বাতি নিভিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

টেলিগ্রামের কথা মা কিছুই জানত না, তাই ছেলেদের জিজ্ঞেসও করল না কিছু।

* * *

পর দিন ওরা চলে গেল। গাড়ী ছাড়তে সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল, অন্ধকারে চুক আর গেক মজার কিছুই দেখতে পেল না।

রাতে তেষ্টায় গেকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ছাদের বাতি নেভানো, তবুও গেকের চারপাশের সব কিছুর ওপরই নরম নীল আলো এসে পড়ছিল—টেবিলের ঢাকনির ওপর জলের গ্লাসটা নাচছে, হলদে কমলালেবুটাকে মনে হচ্ছে সবুজে, মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে, ঝাঁকুনিতে মুখটা কাঁপছে। বরফে ঢাকা জানলার মধ্যে দিয়ে চাঁদ দেখতে পেল গেক—মোটেই মস্কোর চাঁদের মত নয়, অনেক

অনেক বড়। ভাবল, নিশ্চয়ই গাড়ীটা উঁচু পাহাড়ের ওপর দিয়ে ছুটছে, এখান থেকে চাঁদ অনেক কাছে।

মাকে ঠেলে জল খেতে চাইল গেক। একটি বিশেষ কারণে মা জল খেতে দিল না, এক রোয়া কমলালেবু খেতে বলল।

গেক রাগ করে, একটা রোয়া ছাড়িয়ে নিল, কিন্তু আর ঘুমোতে ইচ্ছে করল না তার। চুককে ঠেলে জাগাতে চেষ্টা করল। চুক রেগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন গেক উঠে, বুট জুতো পরে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

সরু লম্বা বারান্দা, দেয়ালের সাথে স্প্রিং-এর চেয়ার আঁটা, চেয়ার থেকে উঠলেই খট্ করে ওপরে উঠে যায়, চটাস্ করে

শব্দ হয়। বারান্দায় এসে পড়েছে আরো দশটা কুপের দরজা। সবকটি দরজারই চক্‌চকে লাল রং, দরজায় পালিশকরা পেতলের হাতল লাগানো।

গেক একটা চেয়ারে বসল, তার পর আর একটায়, আর একটায়, এই ভাবে প্রায় বারান্দার শেষে যেয়ে উপস্থিত হয়েছে। এমন সময় বাতি হাতে গাড়ীর কণ্ডাক্টার এসে গেককে বকল, 'লোকে ঘুমোচ্ছে আর তুমি কিনা এমনি আওয়াজ করছ?'

কণ্ডাক্টার চলে যেতেই গেক দৌড়ে চলে গেল নিজের কুপেতে। টানাটানি করে দরজা খুলে আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিল, যাতে মা'র ঘুম না ভাঙ্গে। তার পর লাফিয়ে চড়ল নরম বিছানায়। দেখে, মোট্‌কা চুক সবটা বিছানা জুড়ে শুয়ে আছে, সরে যাবার জন্যে ওর পাঁজরায় মারল এক খোঁচা।

কিন্তু ও বাবাগো! চুকের গোলগাল ঝাঁকড়া মাথার বদলে গোঁফওয়ালা এক অজানা লোকের মুখ দেখা দিল। সে রাগ করে জিজ্ঞেস করল:

'আমায় ঠেলছে কে?'

তখন গেক গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দিল। কান্না শুনে সবাই বাঙ্ক ছেড়ে নেমে এল, বাতি জ্বালানো হল। গেক দেখে, ভুল করে অন্য কুপেতে চলে এসেছে। এই না দেখে তার গলার স্বর আরো এক পর্দা চড়ল।

সবাই চট করে বুঝে ফেলল ব্যাপারটা কি—তখন হো হো করে সেকি হাসি! গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক সামরিক পোষাক পরে গেককে তার কুপেতে দিয়ে এল।

ঝট্‌পট নিজের কম্বলের তলে ঢুকে চুপ মেরে গেল গেক। গাড়ী দুলতে থাকল, বাতাসের শাঁই শাঁই আওয়াজ উঠল।

আবারো অদ্ভুত রকম বিরাট চাঁদের নীল আলো এসে পড়ল গেলাসের ওপর, টেবিলের ঢাকনির ওপরকার হলদে কমলালেবুর ওপর আর মায়ের মুখের ওপর। স্বপ্নে কি যেন দেখে মায়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল। ছেলের দুর্দশার কথা জানতেও পারল না মা।

তার পর একসময় গেকও ঘুমিয়ে পড়ল।

…স্বপ্নে দেখল গেক — তাজ্জব কাণ্ড
গাড়ী চাকা ঝকাঝক্ বকছে প্রচণ্ড,
ইঞ্জিন হুশ্ হুশ্ সাঁই সাঁই ছুটছে,
পিছু পিছু গাড়ীগুলো খালি মাথা কুটছে।

প্রথম গাড়ী

হেই ভাই ইঞ্জিন! জোর তালে পথ কাট্,
মিশ কালো রাত এল, একাকার হাট্‌বাট্।

দ্বিতীয় গাড়ী

বাতি ভাই! জোরে জ্বল, আঁধারকে গিলে খা,
রাত কেটে ভোর হলে, আর তোকে চাই না।

তৃতীয় গাড়ী

বয়লার, কয়লার গন্‌গনে আঁচ তোল্
হুইসিল্ সিটি মার, চাকা ছুটে পুবে চল্।

চতুর্থ গাড়ী

নীল পাহাড়ের ধারে যেই পাড়ি জমবে
আমাদের গলাবাজী তক্ষুণি কমবে।

গেকের যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন গাড়ীর চাকায় চাকায় খটাখট্ ঝকাঝক আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে, খালি একটানা ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্

ঝিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। বরফ-জমা জানলার কাঁচের মধ্যে দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। বিছানা গুটিয়ে রাখা হয়েছে। চুক হাতমুখ ধুয়ে বসে বসে আপেল খাচ্ছে। কুপের খোলা দরজার সামনে মা আর সেই গোঁফওয়ালা মানুষটা গেকের কালরাতের কাণ্ডকারখানা নিয়ে হাসাহাসি করছে। গেক চোখ মেলতেই চুক তাকে একটা পেন্সিল দেখাল, পেন্সিলের মাথায় হলদে টোটা পরানো—ঐ গোঁফওয়ালা মানুষটা দিয়েছে।

কিন্তু গেক হিংসুটেও নয় লোভীও নয়। স্বভাবটা ওর ভোলা ভোলা অগোছালো গোছের। রাতে ত' ভুল করে অন্য কুপেতে চলে গিয়েইছিল, তার পর প্যাণ্টটা যে কোথায় গুঁজে রেখেছে তাও মনে করতে পারছে না। তা হলে কি হয়, গেক গান ত' গাইতে পারে!

হাতমুখ ধুয়ে মাকে নমস্কার করে গেক জানলার ঠাণ্ডা কাঁচের ওপর মুখটা চেপে দাঁড়াল—কোথা দিয়ে গাড়ী চলেছে, এখানকার ঘরবাড়ী কেমন, মানুষগুলো কি করে—তাই দেখতে।

চুক এ কুপে সে কুপেতে আলাপ করে বেড়াল—কেউ তাকে দিল একটা বোতলের ছিপি, কেউ দিল পেরেক, কেউবা এক টুকরো দড়ি—এমনি সব আজে বাজে জিনিষ। এই ফাঁকে গেক অনেক কিছু দেখে নিল জানলা দিয়ে।

ঐ তো জঙ্গলে অবস্থিত একটা কাঠের বাড়ী! মস্তবড় বুট জুতো পায়ে শার্ট গায়ে একটা ছেলে বারান্দায় বেরিয়ে এল বেড়াল কোলে করে। তড়াক্!—বেড়ালটা ডিগবাজী খেয়ে পড়ল নরম পেঁজা বরফের ভেতর, তার পর কোন রকমে গা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়েই দে চম্পট। আচ্ছা, ছেলেটা ওকে বরফের গাদায় ফেলে দিল কেন? বোধ হয় মাছ চুরি করে খেয়েছিল।

কিন্তু এতক্ষণে কাঠের বাড়ী, ছেলে, বেড়াল সবই পেছনে চলে গেছে। তার বদলে মাঠের মধ্যে একটা কারখানা দেখা যাচ্ছে। মাঠ সাদা বরফে ঢাকা, চিমনিগুলো লাল লাল। কালো বাড়ী আর হলদে আলো দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এ কারখানায় কি তৈরী
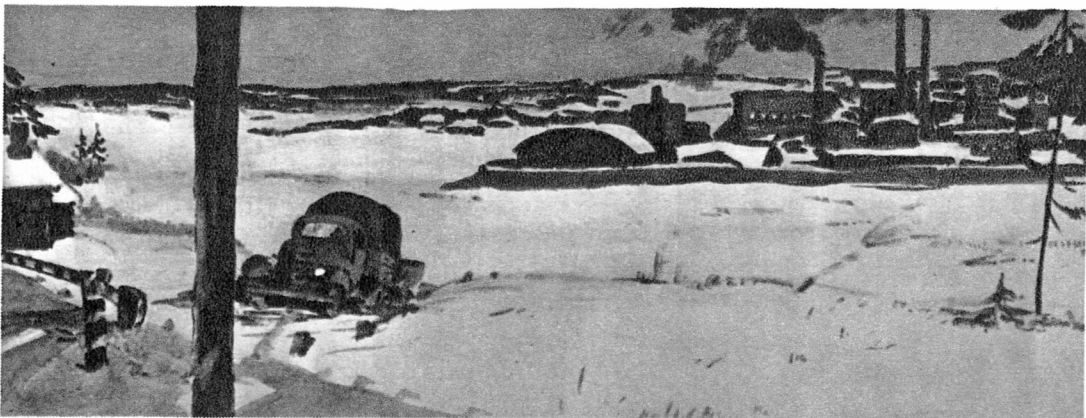
হয়? দাঁড়াও দাঁড়াও, ঐ তো দারোয়ানের ঘর, ভেড়ার চামড়ার কোট এঁটে দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। চামড়ার কোট পরে ইয়া লম্বা-চওড়া দেখাচ্ছে দারোয়ানকে, ওর হাতের বন্দুকটা খুবই সরু মনে হচ্ছে—ঠিক যেন একটা প্যাঁকাটি। কিন্তু যাও দিকি একবার ওর কাছাকাছি, বুঝবে মজাটা!

নাচতে নাচতে পার হয়ে গেল এক জঙ্গল। সামনের গাছগুলো খুব তাড়াতাড়ি লাফিয়ে পার হল, দূরেরগুলো আস্তে আস্তে সরতে থাকল, ঠিক যেন বরফ-জমা নদীর মাঝ দিয়ে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে। অনেককটা উপহার কোঁচড়ে পুরে চুক কুপেতে ঢুকল। গেক ওকে ডাক দিল—দু'ভাই মিলে জানলার বাইরের দৃশ্য দেখতে থাকল।
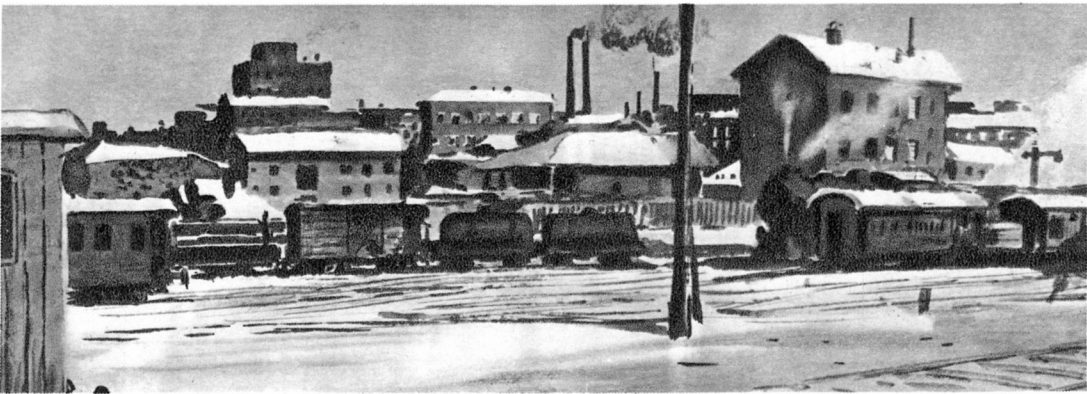
বড় বড় স্টেশন পেরিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ী। স্টেশনে মেলা আলো, শ'খানেক রেল ইঞ্জিন এ ধার ও ধার ছুটোছুটি করছে, বাঁশী বাজাছে, ধোঁয়া ছাড়ছে। মাঝে মাঝে একেবারে ক্ষুদেক্ষুদে স্টেশনও পেরিয়ে যাচ্ছে — ওদের মস্কোর বাড়ীর কাছের ছোট দোকানটার মতই ছোট।

মাঝে মাঝে উল্টোদিক থেকে মালগাড়ী আসছে, মালগাড়ীতে ধাতুর আকর, কয়লা নয়ত আধখানা গাড়ীর সমান ইয়া কেঁদো কেঁদো কাঠের কুঁদো।

একবার গরু আর ষাঁড় বোঝাই একটা মালগাড়ী বেরিয়ে গেল। ইঞ্জিনটা ভারী মজার, ছোট্টখাট্ট, চিঁচিঁ করে সিটি মারছে। হঠাৎ একটা ষাঁড় এমন ডাক ছাড়ল যে ড্রাইভার পর্যন্ত পেছন ফিরে চাইল, বোধ হয় ভাবল পেছন পেছন একটা বড় ইঞ্জিন আসছে।

এক জায়গায় ওদের গাড়ী এসে দাঁড়ালো একটা সাঁজোয়া রেলগাড়ীর একেবারে পাশে।

চারপাশে ত্রিপল্-ঢাকা কামানগুলো মুখ উঁচিয়ে আছে। হাসিখুশী লাল ফৌজের সেপাইরা লাফাচ্ছে, হাসছে আর দস্তানা ঘসে ঘসে হাত গরম করছে।

সাঁজোয়া গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে চামড়ার কোট-পরা একটা লোক চুপ করে কি যেন ভাবছে। চুক আর গেক ঠিক করল, এ নিশ্চয়ই সেনাপতি, ভরশীলভের হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করছে। হুকুম পেলেই শত্রুর ওপর গোলা ছুঁড়বে।

পথে এমনি অনেক কিছুই দেখল ওরা। শুধু বাইরে বরফের ঝড় উঠেছিল বলে জানলা প্রায়ই বরফে ঢেকে যাচ্ছিল—এই যা দুক্ষু।

শেষমেশ একদিন সকালে একটা ছোট্ট স্টেশনে এসে গাড়ী থামল।

মা চুক আর গেককে নামিয়ে, গোঁফওয়ালা মানুষটার কাছ থেকে কোন রকমে মালপত্র নামিয়ে নিতেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

বরফের ওপর গাদা হয়ে রইল বাক্স-প্যাঁটরা। কাঠের প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেল—কিন্তু কৈ বাবার দেখাই নেই।

বাবার ওপর খুব চটে গেল মা। ছেলেদের মোট-ঘাট দেখতে বলে মা গেল স্লেজের আড্ডায় জানতে—বাবা কোন স্লেজটা পাঠিয়েছে তাদের জন্যে, কারণ বাবা যেখানে থাকে সেখানে যেতে হলে ষাট-পঁয়ষট্টি মাইল তাইগার জঙ্গল ভাঙ্গতে হবে।

অনেকক্ষণ মার দেখা নেই, এ দিকে বদখদ এক ছাগল এসে হাজির। প্রথমে বরফে জমা এক কাঠের ছাল খুঁটতে চেষ্টা করল, তার পর যাচ্ছেতাই স্বরে ম্যা ম্যা করে ডেকে একদৃষ্টে চুক আর গেকের দিকে চেয়ে রইল। এই দেখে দু'ভাই তাড়াতাড়ি বাক্স-

প্যাঁটরার পেছনে যেয়ে লুকোলো। কে জানে বাবা, এখানকার ছাগলের আবার কি মতলব!

এমন সময় মুখ ভার করে মা ফিরে এল, বলল বাবা বোধ হয় ওদের টেলিগ্রাম পায়নি, তাই স্লেজগাড়ীও পাঠায়নি।

তখন একজন গাড়োয়ানকে ডাকা হল। সে লম্বা চাবুক দিয়ে ছাগলের পিঠে বাড়ি কষে মোট-ঘাট তুলে স্টেশনের চায়ের দোকানে পেঁৗছে দিল।

দোকানটা ছোট্ট। টেবিলের ওপর চুকের মতই মোট্কা সামোভারে জল ফুটছে। সামোভারটা থর্ থর্ করে কাঁপছে, তার থেকে এক্কেবারে মেঘের মত ঘন ধোঁয়া বেরিয়ে ছাদ পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে। বাইরের শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ছাদে এসে বাসা বেঁধেছে এক দল চড়াইপাখী—সমানে ঝামেলা করছে।

চুক আর গেক চা খেতে থাকল, মা গাড়োয়ানের সাথে দরাদরি সুরু করল—স্লেজে করে ওদের বাবার কাছে পেঁৗছে দিতে কত ভাড়া নেবে। লোকটা মেলা টাকা চাইল—এক্কেবারে একশো রুবল। হ্যাঁ, তা পথও ত' বড় কম নয়! শেষমেশ ভাড়া ঠিক হল। গাড়োয়ান রুটি, খড় আর ভেড়ার চামড়ার কোট আনতে বাড়ী গেল।

মা বলল, 'বাবা ত' জানেও না আমরা এসে গেছি। দেখে খুব আশ্চর্য হবে, খুশীও হবে, নারে?'

উস্প্ উস্প্ করে চা খেতে খেতে চুক গম্ভীরভাবে বলল, 'হ্যাঁ খুশী হবে। আমিও খুব আশ্চর্য হব আর খুশী হব।'

গেক বলল, 'আমিও। আমরা এক্কেবারে টুঁ শব্দও না করে বাড়ীতে ঢুকব, কেমন? বাবা যদি বাড়ীতে না থাকে বাক্স-প্যাঁটরা লুকিয়ে রেখে খাটের তলায় লুকোবো। তার পর বাবা আসবে, বসে

বসে ভাববে, আর আমরা দম বন্ধ করে ঘাপ্‌টি মেরে থাকব—তার পর হঠাৎ হাঁউমাউ করে উঠব।'

মা বলল, 'না বাপু, আমি খাট-ফাটের তলে ঢুকতে পারব না, হাঁউমাউও করতে পারব না। খাটের তলে ঢুকতে হয় হাঁউমাউ করতে হয় তোমরা করো। চুক, পকেটে চিনির দলা পুরছিস কেন? এমনিতেই ত' পকেট ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে।'

চুক ধীরে সুস্থে মাকে বুঝিয়ে দিল, 'ঘোড়াকে খাওয়াব। গেক, তুই একটা পাঁউরুটি নিয়ে নে। তোর নিজের কাছে ত' কক্ষণো কিছু থাকে না, খালি খালি আমার কাছে চাস।'

একটু বাদেই গাড়োয়ান এল। স্লেজে বাক্স-প্যাঁটরা তোলা হল। স্লেজের ওপরকার খড় আল্‌গা করে তার ওপর কম্বল জড়িয়ে ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে দিয়ে বসল সবাই।

বড় বড় শহর, কারখানা, স্টেশন, গ্রাম, গঞ্জ চললাম আমরা। সামনে শুধু পাহাড় আর ঘন গহন-বন।

* * *

সারাটা পথ 'আহা', 'ইস্' করতে করতে চলল ওরা, হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখল তন্দ্রাচ্ছন্ন তাইগার অপরূপ সৌন্দর্য। যেতে যেতে কখন যে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এল টেরই পেল না কেউ। চুকের এক্কেবারে সামনেই বসেছিল গাড়োয়ান, সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, তাই ও উস্‌খুস্ করতে লাগল, মায়ের কাছে এক টুকরো রুটি কিম্বা কেক চাইল। রুটি কেক কিছুই দিল না মা। তখন মুখ গোমড়া করে, আর কিছু না পেয়ে গেককে ঠেলা মেরে স্লেজের গায়ে চেপে ধরল চুক।

প্রথমটা গেক নিঃশব্দে চাপ দিতে থাকল। তার পর রেগে মেগে চুকের গায়ে থুতু ছিটিয়ে দিল। চুক তিড়বিড়িয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে

পড়তে গেল গেকের উপর, কিন্তু ভারী লোমের কোটের মধ্যে হাত বাঁধা বলে টুপি চড়ানো মাথা দিয়ে টিঁস মারা ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না।

ওদের দিকে চেয়ে মা হাসতে থাকল। গাড়োয়ান ঘোড়া দুটোকে চাবুক কষল—উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল স্লেজ। দুটো ফুলোফুলো সাদা খরগোস রাস্তার ওপর এসে নাচন জুড়ে দিল।

গাড়োয়ান চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই ও, হট যাও, নইলে চাপা পড়বে!'

দুষ্টু খরগোস দুটো নেচে কুঁদে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল।

চোখেমুখে ফুর ফুরে হাওয়া লাগতে থাকল। চুক আর গেক নেহাৎ অনিচ্ছায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল—তাইগার মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলল স্লেজ—সামনের নীল পাহাড়গুলোর ওপার থেকে ধীরে ধীরে উঁকি মারল চাঁদমামা।

এক সময় একটা ছোট্ট কুঁড়ের সামনে এসে ঘোড়া দুটো আপনা থেকে থেমে গেল। কুঁড়ের মাথায় রাজ্যের বরফ।

স্লেজ থেকে লাফিয়ে নেমে গাড়োয়ান বলল, 'এখানে আমরা রাত কাটাই, আমাদের ইস্টিশান এটা।'

ছোট্ট কিন্তু বেশ শক্তমক্ত কুঁড়ে। ভেতরে কেউ ছিল না। তাড়াতাড়ি উনুনে আঁচ দিয়ে এক কেটলি জল চাপিয়ে দিল গাড়োয়ান, তার পর স্লেজ থেকে খাবারের ঝুড়িটা নিয়ে এল। সসেজগুলো জমে লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে—অনায়াসে দেয়ালে পেরেক ঠোকা যায়। ফুটন্ত জলে সসেজ ডুবিয়ে রাখা হল, রুটি কেটে সেঁকে নেওয়া হল।

উনুনের পেছন থেকে একটা বেঁকাত্যাড়া স্প্রিং খুঁজে বের করল চুক। গাড়োয়ান বলল—জাঁতিকলের স্প্রিং—জাঁতিকল দিয়ে সব রকম জন্তুজানোয়ার ধরা যায়।

স্প্রিং-এ জং ধরে গেছে—চুক দেখেই বুঝল। অনেক কাল এমনি পড়ে আছে।

খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। দেয়ালের পাশে চওড়া কাঠের চৌকি, তোষকের বদলে শুকনো পাতা গাদা করা।

দেয়ালের দিকে কিম্বা মাঝখানে শুতে ভাল লাগে না গেকের, ধারে শুতে ভাল লাগে। ছোটবেলা থেকেই ঘুম পাড়ানী গানে শুনে আসছে ধারে শুতে নেই, তবুও সবসময় ধারেই শোবে গেক।

গেককে মাঝখানে শোয়ালে ঘুমের মধ্যেই কম্বল ফেলে দিয়ে, পাশের মানুষকে কনুই দিয়ে গুঁতোতো আর হাঁটু চালিয়ে দিত চুকের পেটের মধ্যে।

কাপড়-জামা না ছেড়েই শুতে গেল সবাই, গায়ে ভেড়ার লোমের কোট চাপা দেওয়া হল। চুক দেয়াল ঘেঁষে শুলো, মা মধ্যিখানে থাকল, ধারে শুলো গেক।

ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে, গাড়োয়ান যেয়ে তন্দুরের ওপর শুয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। রাতে, বরাবরের মতই তেষ্টায় ঘুম ভেঙ্গে গেল গেকের।

ঘুমের চোখেই বুট জুতো পরে, টেবিলের কাছে যেয়ে কেটলি থেকে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে নিল সে, তার পর জানলার কাছের টুলটায় যেয়ে বসল।

চাঁদমামা মেঘের আড়ালে লুকিয়েছে, ছোট জানলাটার ফাঁক দিয়ে বরফের স্তূপকে কালচে-নীল মত দেখাচ্ছে।

আশ্চর্য হয়ে গেক ভাবল, 'কদ্দুরে চলে এসেছে বাবা, এঁ্যা!' এর চেয়ে ও দূর জায়গা পৃথিবীতে খুব কমই আছে। হঠাৎ ওর কান খাড়া হয়ে উঠল। মনে হল কে যেন জানলায় টোকা মারছে। না, না, টোকা ত' নয়, কার যেন ভারী পায়ের তলে

বরফের মচমচ শব্দ হচ্ছে। ঠিক তাই! বাইরে অন্ধকারে কে যেন জোরে জোরে শ্বাস ফেলল, নড়ে চড়ে উঠল। গেকের মনে হল, জানলার সামনে দিয়ে একটা ভালুক চলে গেল।

'দুষ্টু ভালুক, কি চাস তুই? আমরা কতদিন ধরে চলেছি বাবার সাথে দেখা করার জন্যে, আর তুই কিনা আমাদের পেটে পুরতে এসেছিস—যাতে কক্ষণো কোন দিন বাবার সাথে আমাদের দেখা না হয়? তা হবে না, দূর হ' তুই! গুলি খেয়ে কিম্বা তরোয়ালের খোঁচায় মরার আগেই পালিয়ে যা।'

ছোট্ট জানলার বরফ-ঢাকা কাঁচের সাথে কপালটা চেপে ধরে বিড়বিড় করে কথাগুলো বলল গেক। যেমন ভয় করছিল তেমনি দেখার লোভও সামলাতে পারছিল না।

এমন সময় ছুটন্ত মেঘের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল চাঁদমামা। কালচে-নীল বরফের স্তূপকে দেখাল হাল্কা দুধের ফেনার মত। গেক দেখে—কোথায় ভালুক? ভালুকের বদলে স্লেজের ঘোড়াটা খুঁটির দড়ি খুলে স্লেজের চারপাশে ঘুরে ঘুরে খড় খাচ্ছে।

গেকের সব উৎসাহ নিভে গেল। আবার যেয়ে ভেড়ার চামড়ার কোটের তলে ঢুকে পড়ল, বাজে বাজে কথা ভাবছিল বলে যাচ্ছেতাই স্বপ্ন দেখল।

স্বপ্ন দেখে গেক
বিকট রকম এক
দৈত্য কিম্বা দানো,
ফেলছে থুতু যত
উঠছে ধোঁয়া তত
ফুটন্ত জল যেন।

দানোর হাতের মুঠো
যেন লোহার খুঁটো
কার ঘাড়ে বা পড়ে।
দাবানলের মাঝে
ঢাল তরোয়াল বাজে
সেপাই শান্ত্রী ঘোরে।

হাজার গলার হাঁক
কড়কড়ে জয়ঢাক
কানে লাগায় তালা;
‘রণংদেহী’ বলে
আসছে ওরা চলে,
যা করার এই বেলা।

গেক চিৎকার করে উঠল, ‘এই দাঁড়াও। তোমরা পথ ভুল করেছ্। এদিকে আসে না।’ কিন্তু গেকের কথা ওরা কানেই তুলল না, সমানে এগিয়ে এল।

গেক তখন রেগে মেগে প্রাণপণে একটা টিনের বাঁশী বাজাতে থাকল। চুকের জুতোর কালির কৌটোর ছিল বাঁশীটা। বাঁশীর আওয়াজ শুনে সাঁজোয়া রেলগাড়ীর সেনাপতির চিন্তায় বাধা পড়ল, হঠাৎ মাথাটা তুলল সে। তার হাতের ইশারায় ঐ সব ভীষণ ভীষণ ভারী কামানগুলো এক সাথে গর্জন করে উঠল। খুশীতে গেক চেঁচিয়ে উঠল:

‘বাঃ, বাঃ! আরো কিছু গোলা ছোঁড়ো না। একবারে কিছুই হবে না।’

* * *

দুই সোনার চাঁদ ছেলের গুঁতো আর ঘুরপাকের চোটে মায়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

চুকের দিকে ফিরতেই শক্ত মত কি একটা যেন খোঁচা মারল পাঁজরে। হাতড়ে হাতড়ে সেই স্প্রিংটা খুঁজে বের করল মা। হিসেবী চুক চুপচাপ স্প্রিংটা নিয়েই শুয়ে পড়েছে।

খাটের পেছনে স্প্রিংটা ফেলে দিয়ে, গেকের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল মা। জোচ্ছনা এসে পড়েছে ওর মুখে—বোঝা গেল খারাপ স্বপ্ন দেখছে গেক।

স্বপ্ন ত’ আর স্প্রিং নয় যে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তবে কাটিয়ে দেওয়া যায়। গেককে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিয়ে, আস্তে আস্তে দোলা দিতে দিতে, ওর গরম কপালের ওপর ধীরে ধীরে ফুঁ দিতে থাকল মা।

শীগ্‌গিরই গেক একবার ঠোঁট চেটে নিল, মুখে হাসি ফুটল—তার মানে দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে।

তখন বিছানা ছেড়ে উঠে, শুধু মোজা পায়ে জানলার কাছে যেয়ে দাঁড়াল মা।

ভোর হতে দেরী আছে। আকাশে এখনো তারা জ্বল জ্বল করছে। কতকগুলো তারা অনেক দূরে মিটমিট করছে—অনেকগুলো এক্কেবারে তাইগার ওপরে ঝুঁকে পড়েছে।

যেখানে গেক বসেছিল সেখানে বসে গেকের মত মায়েরও মনে হল—তার অস্থির স্বামীটি এই যে জায়গাটায় এসে ডেরা বেঁধেছে—তার চেয়েও দূর জায়গা খুব কমই আছে ভূভারতে। মায়ে ব্যাটায় আশ্চর্য মিল, তাই না?

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি স্লেজ ছুটল জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। চড়াইয়ের সময় স্লেজ থেকে নেমে বরফের

ওপর দিয়ে পাশে পাশে চলছিল গাড়োয়ান। খাড়া উৎরাইয়ের পথে স্লেজটা এত জোরে ছুটছিল যে, চুক আর গেকের মনে হচ্ছিল স্লেজ ঘোড়া সব শুদ্ধ তারা যেন সোজা আকাশ থেকে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

এই ভাবে চলতে চলতে চলতে সন্ধ্যে নাগাদ মানুষ ঘোড়া সবাই যখন এক্কেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন গাড়োয়ান বলল:

'এই ত' এসে গেছি। হুই ওখানে বাঁক, বাঁক ঘুরেই মাঠ, মাঠের মাঝে ওদের ডেরা··· এইও পক্ষীরাজ, জোরসে!'

খুশীতে ডগমগ করে লাফিয়ে উঠল চুক আর গেক, সাথে সাথে স্লেজের ঝাঁকুনিতে দুজনেই জড়াজড়ি করে গড়িয়ে পড়ল খড়ের গাদার ওপর।

মা হেসে লোমের টুপির ওপরকার পশমী রুমালটা খুলে ফেলল।

এই ত' বাঁক। বাঁই করে বাঁক ঘুরে—তিনটে ছোট্ট বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল স্লেজটা। বনের মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা মাঠ—মাঠের এক পাশে বাড়ীগুলো—চারপাশে ঘন গাছের বেড়া ঝড়-ঝাপটার পথ রুখে রেখেছে।

কিন্তু কি আশ্চর্যি! একটা কুকুরও ডাকল না, ধারে কাছে জন-মনিষ্যির চিহ্নও নেই। চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। হাঁটা-পথের ওপর পুরু বরফ জমেছে, শীতকালে কবরখানায় যে রকম টুঁ শব্দটিও শোনা যায় না—তেমনি শান্ত চারিদিক। খালি কয়েকটা হাঁড়িচাঁচা বোকার মত গাছে গাছে লাফালাফি করছে।

মা ভয় পেয়ে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করল, 'এ কোথায় নিয়ে এলে আমাদের? এই কি সেই জায়গা নাকি?'

গাড়োয়ান বলল, 'যেখানে বললে, সেখানেই আনলাম। এই বাড়ীগুলোকে বলে "তিন নম্বর ভূতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র"। ঐতো খুঁটির ওপর লেখা আছে... পড়ে দেখ না। তোমাদের চার নম্বর কেন্দ্রে যাওয়ার কথা ছিল না তো? তা হলে ত' অন্য পথে আবার সোয়া শো মাইলের ধাক্কা।'

সাইন-বোর্ডের লেখা পড়ে মা বলল, 'না, না, এইখানেই আসার কথা। কিন্তু দেখছ ত'—দরজায় তালা ঝুলছে, বারান্দায় বরফ জমেছে—মানুষগুলো গেল কোথায়?'

গাড়োয়ান মাথা চুলকে বলল, 'মানুষগুলো গেল কোথায়, তা আমি কি করে জানব? গত হপ্তায়ও এখানে ময়দা, পেঁয়াজ আর আলু পৌঁছে দিয়ে গেছি আমরা। ছিল আট জন মানুষ, তার ওপর বড় কর্তা নয়, দারোয়ানকে ধরে দশ। দেখ দিকি কাণ্ড! হারাধনের দশটি ছেলের মত সবাই ত' আর ভালুকের পেটে যেতে পারে না। দাঁড়াও দেখি মা লক্ষ্মী, আমি একটু দারোয়ানের ঘরটা দেখে আসি।'

স্লেজের ওপর ভেড়ার লোমের কোটটা ছেড়ে এক হাঁটু বরফ ভেঙ্গে গাড়োয়ান চলল সবচেয়ে দূরের কুঁড়েটার দিকে।

খানিকখন বাদে ফিরে এসে বলল:

'ঘরে কেউ নেই কিন্তু উনুনটা এখনও গরম আছে। তার মানে দারোয়ান ধারে কাছেই কোথাও আছে—হয়ত শীকারে বেরিয়েছে। তা রাতে ফিরে আসবেই, তখন তোমাদের সব বলবে।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মা বলল, 'কি আর বলবে! নিজেই দেখতে পাচ্ছি, অনেক দিন হলই এখানে মানুষ-জন নেই।'

গাড়োয়ান বলল, 'কি বলবে তার আমি কি জানি। কিন্তু কিছু একটা বলবে নিশ্চয়ই—না হলে দারোয়ান কিসের?'

অতি কষ্টে তারা দারোয়ানের ঘরের দাওয়া পর্যন্ত স্লেজ চালিয়ে এল। এখান থেকে একটা সরু পথ চলে গেছে জঙ্গলের দিকে।

দরজার পাশেই কোদাল, ঝাঁটা, কুড়ুল আর লাঠি-কাঠি পড়ে আছে, লোহার হুকে টাঙ্গানো একটা ভালুকের চামড়া—বরফে জমে কাঠ হয়ে গেছে। ঘরে এসে ঢুকল ওরা, পেছনে পেছনে মোট-ঘাট নিয়ে ঢুকল গাড়োয়ান।

ঘরটা বেশ গরম।

গাড়োয়ান চলে গেল ঘোড়াকে দানা খাওয়াতে। চুক আর গেকের বেশ ভয় ধরে গেল। মা চুপচাপ ওদের কোট খুলতে লেগে গেল।

'সাত রাজ্য পেরিয়ে এলাম বাবার কাছে—আর এদিকে বাবার পাত্তা নেই!'

একটা বেঞ্চে বসে বসে ভাবতে থাকল মা। কি হয়েছে ওদের? এখানে ঘরদোর সব ফাঁকা। এখন কি করি? ফিরে যাব? হাতে

ত’ মাত্তর স্লেজের ভাড়ার টাকাটা আছে। তার মানে দারোয়ানের পথ চেয়ে বসে থাকতে হবে। আর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই গাড়োয়ান ফিরে যাবে—তার পর ধর দারোয়ান যদি তাড়াতাড়ি না ফেরে, তখন? তখন কি হবে? এখান থেকে রেল-স্টেশন কিম্বা পোস্টাপিসও ত’ কম পক্ষে ষাট-পঁয়ষট্টি মাইল দূরে।

গাড়োয়ান ঘরে ঢুকে চারদিকটা একবার দেখে নিল, তার পর হাওয়া শুঁকে উনুনের কাছে যেয়ে ভেতরে উঁকি মেরে সান্ত্বনার স্বরে বলল:

‘দারোয়ান আজ রাতেই ফিরবে। দেখ না, বাঁধাকপির ঝোল রেঁধে রেখে গেছে। যদি তাড়াতাড়ি না ফেরার হত, তবে ঝোলটা নিশ্চয়ই বাইরে ঠাণ্ডায় রেখে যেত। তা যা ভাল বোঝ তাই কর। তবে ব্যাপার যা দেখছি—তোমাদের বিনা ভাড়ায় আবার ইস্টিশানে পৌঁছে দিতে পারি আমি। আমারও ত’ শরীলে দয়ামায়া আছে!’

মা বলল, ‘না, ইস্টিশানে ফিরে যেয়ে কি করব?’

আবারও কেটলিতে জল চড়িয়ে, সসেজ গরম করে ওরা খাওয়া-দাওয়া সারল। মা জিনিষপত্র বের করতে করতে, চুক আর গেক উনুনের ওপরকার তাকটায় যেয়ে চড়ল। বেশ গরম জায়গাটা—বার্চের ডাল, পাইন কাঠের কুঁচো আর ভেড়ার চামড়ার গন্ধে মম করছে। মা মন খারাপ করে ধন্দ ধরে বসেছিল বলে চুক আর গেকও চুপ করে রইল। কিন্তু কাঁহাতক আর কিছু না করে চুপচাপ থাকা যায়—শীগ্‌গিরই দু’ভাই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল।

কখন গাড়োয়ান চলে গেছে, কখন মা এসে পাশে শুয়ে পড়েছে জানতেও পারেনি ওরা। বারান্দায় পায়ের শব্দ পেয়ে তিন জনেই এক সাথে জেগে উঠল। ঘরের ভেতরটা এক্কেবারে অন্ধকার হয়ে

গেছে। বাইরে দরজার কাছে ধুপ করে কি যেন একটা পড়ল—কোদাল-টোদাল হবে। দরজা খুলে লণ্ঠন হাতে দারোয়ান ঢুকল, তার পেছন পেছন এল ঝাঁকড়া লোমওয়ালা ইয়া বড় এক কুকুর।

কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে রেখে, একটা মরা খরগোস বেঞ্চের ওপর ছুড়ে ফেলে, উনুনের ওপর লণ্ঠনটা উঁচিয়ে ধরে দারোয়ান বলল:

'আমার ঘরে অতিথ্‌টা এল কে?'

ওপর থেকে নামতে নামতে মা বলল, 'ভূতত্ত্ব গবেষণা দলের কর্তা সিরিওগিনের বৌ আমি, এই তার দুই ছেলে। পাসপোর্ট দেখাব?'

এদিকে চুক আর গেক ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ওদের মুখের কাছে লণ্ঠন তুলে ধরে দারোয়ান বলল, 'এই ত' বসে আছে

মূর্তিমান পাসপোর্ট। হুবহু বাপের মত মুখ।' আঙ্গুল দিয়ে চুককে দেখিয়ে বলল, 'এই মোট্‌কাটা তো এক্কেবারে বাপের নকল।'

দু'ভাই-ই চটে গেল। চুক চটে গেল মোট্‌কা বলায়। গেক সবসময় ভাবত বাপের সাথে ওরই বেশী মিল, তাই দারোয়ানের কথায় সেও চটল।

মায়ের দিকে চেয়ে দারোয়ান বলল, 'এমনি তাড়াহুড়ো করে এলে কেন তোমরা? তোমাদের ত' আসতে মানা করা হয়েছিল।'

'কি বলছ বুঝছি না। কে আসতে মানা করেছিল?'

'তোমাদের আসতে মানা করা হয়েছিল। আমি নিজে সিরিওগিনের তার নিয়ে গেছলাম ইস্টিশানে। তারে পরিষ্কার লেখা ছিল—"দু'হপ্তার জন্যে আসা বন্ধ রাখ। জরুরী কাজে আমরা তাইগায় চলেছি।" সিরিওগিন যদি বলে "আসা বন্ধ রাখ" তার মানে আসা বন্ধ রাখ। কিন্তু তোমরা তা মাননি।'

মা বলল, 'কোন টেলিগ্রামের কথা বলছ? আমরা কোন টেলিগ্রাম-ফেলিগ্রাম পাইনি।' তার পর সায় পাবার জন্যে চুক আর গেকের দিকে উদভ্রান্ত চোখ তুলে চাইল মা।

মা চোখ তুলে চাইতেই চুক আর গেক ভয়ে মুখ চাওয়া-চাউই করে তাড়াতাড়ি দেয়ালের দিকে সরে গেল।

দেখেই সন্দেহ জাগল মায়ের মনে, বলল, 'হ্যারে, আমি না থাকতে কোন টেলিগ্রাম এসেছিল বাড়ীতে?'

তাকের ওপর শুকনো ডাল আর পাইন কাঠের কুঁচো খচমচ্ করে উঠল—কোন উত্তর এল না।

মা চিৎকার করে উঠল, 'জবাব দে হতচ্ছাড়ারা, আমি না থাকতে টেলিগ্রাম এসেছিল? তোরা দিতে ভুলে যাসনি ত'?'

আরো কয়েক সেকেণ্ড কাটল। হঠাৎ তাকের ওপর থেকে এক

সাথে 'উঁ' করে কেঁদে উঠল দু'ভাই—চুকের স্বর মোটা একটানা, গেকের স্বর সরু কাঁপা কাঁপা।

মা হতাশ হয়ে বলল, 'সাত জন্মের শত্তুর তোমরা, আমার মরা মুখ না দেখে তোমাদের শান্তি নেই। ষাঁড় চেঁচানি থামিয়ে এখন বল দেখি কি হয়েছিল?'

মরা মুখের কথা শুনে চুক আর গেকের গলা আর এক পর্দা চড়ল। অনেকক্ষণ লাগল তাদের কাছ থেকে কথা আদায় করতে। নির্লজ্জের মত একজন আর একজনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে, সেই দুঃখের কাহিনী শোনাতে লাগল দু'ভাই।

* * *

এমন ছেলেদের নিয়ে কি করা যায় বল দেখি? বেতের বাড়ি কষবে? জেলে পাঠাবে? হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে কয়েদ খাটতে পাঠাবে? মা এর কিছুই করল না। খালি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ওদের নিচে নেমে নাক ঝেড়ে হাতমুখ ধুতে বলল, তার পর দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল, 'কি করা যায় এখন?'

দারোয়ান জানাল, ভূতত্ত্ব গবেষণার দল জরুরী কাজে আল্‌কারাশ খাদে গেছে, দিন দশেকের আগে ফেরার কোন আশা নেই।

মা বলল, 'এই দশটা দিন কাটাই কি করে? আমাদের সাথে ত' খাবার-দাবার কিছুই নেই!'

দারোয়ান বলল, 'কোন রকমে চালিয়ে নিতে হবে। কিছু রুটি রেখে যাচ্ছি, এই খরগোসটাও দিচ্ছি, ছাল ছাড়িয়ে রেঁধে নিও। আমি কালই দিন দুয়ের জন্য তাইগায় যাবো ফাঁদগুলো পরীক্ষা করতে।'

মা বলল; 'ওমা, তা কি করে হবে! আমরা একা একা থাকব কি করে? এখানকার কিছুই জানি না, চারদিকে ত' জঙ্গল আর বাঘ ভালুকের আড্ডা।'

দারোয়ান বলল, 'একটা বন্দুক রেখে যাচ্ছি, চালায় কাঠ ফাঁড়া আছে, ওই টিপিটার পেছনে একটা ঝরণা আছে, ছালায় ডাল-চাল আছে, ঐ টিনটায় নুন। সোজা কথা—তোমাদের দেখা শোনা করার মত ফুরসৎ নেই আমার…'

গেক চুকের কানে কানে বলল, 'ভারী খারাপ লোকটা, আয় চুক, দুজনে মিলে ওকে কিছু বলি।'

চুক বাধা দিয়ে বলল, 'না, না, কিছু বললেই ও আমাদের ঘর থেকে বের করে দেবে। দাঁড়া, আগে বাবা আসুক, তখন বাবাকে সব খুলে বলব।'

'বাবার যে আসতে এখনো অনেক দেরী রে?'

গেক মায়ের কোলে চড়ে ভুরু কুঁচকে দারোয়ানের বিশ্রী মুখটার দিকে কড়া চোখে চেয়ে রইল।

দারোয়ান লোমের কোট খুলে ফেলে টেবিলের দিকে এগিয়ে এল।

এখন গেকের নজরে পড়ল, লোমের কোটটার পেছনে কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত লম্বা এক ফালি লোম কে যেন খাব্‌লে খেয়ে নিয়েছে।

মায়ের দিকে চেয়ে দারোয়ান বলল, 'উনুনে বাঁধাকপির ঝোল আছে, তাকের ওপর থালা আর চামচে আছে। খেতে বস। এর মধ্যে আমার কোটটায় তালি লাগিয়ে নিই।'

মা বলল, 'তোমার ঘর। তুমি খাবার দাও। কোটটা আমায় দাও, তোমার চেয়ে ভাল তালি দিতে পারব আমি।'

মায়ের দিকে চাইতেই গেকের কড়া চোখের দিকে নজর পড়ল দারোয়ানের।

বিড়বিড় করে বলল, 'হুঁ, তোমরা বড় একগুঁয়ে দেখছি।' মায়ের হাতে কোটটা তুলে দিয়ে তাক থেকে বাসন-কোসন নামাতে চলে গেল সে।

কোটের ছেঁড়া পিঠটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে চুক জিজ্ঞেস করল, 'তোমার জামাটা এমন ছিঁড়ে গেল কি করে?'

বড় কড়াই ভর্তি বাঁধাকপির ঝোল দম করে টেবিলের ওপর রেখে নেহাৎ অনিচ্ছায়ই দারোয়ান বলল, 'পথে একটা ভালুকের সাথে মোলাকাৎ হয়েছিল, আঁচড়ে দিয়েছে।'

দারোয়ান ঘর ছেড়ে যেতেই চুক চিৎকার করে উঠল, 'শুনলি গেক। ভালুকের সাথে লড়াই করে এসেছে। তাই বোধ হয়, আজ খুব রেগে আছে।'

গেকও শুনেছিল, কিন্তু মায়ের সাথে কেউ খারাপ ব্যবহার করবে ও তা মোটেই সহ্য করতে পারত না, তা সে লোক একা একা ভালুকের সাথে ঝগড়াই করুক আর মারামারিই করুক।

* * *

পর দিন ভোর ভোর থাকতেই দারোয়ান থলে, বন্দুক আর কুকুর নিয়ে স্কি করে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন নিজেদেরই সব করতে কম্মাতে হবে।

তিন জনে মিলে চলল জল আনতে। টিপিটার ওপারে পাথরের চাপের মধ্যে থেকে ছোট্ট এক ঝরণা এসে পড়েছে বরফের ওপর। ফুটন্ত জলের মতই ধোঁয়া উঠছে ঝরণার জল থেকে। চুক জলে আঙ্গুল ডুবোতেই টের পেল—বরফের মত ঠাণ্ডা জল।

তার পর ওরা কাঠ নিয়ে এল। তন্দুরের মত বিরাট চুল্লিটা কি করে জ্বালাতে হয় জানত না মা, তাই অনেকক্ষণ কাঠ জ্বলল না। শেষমেশ যখন জ্বলল, তখন আগুনের হল্‌কায় এমন গরম হয়ে উঠল ঘরটা যে, উল্টোদিকের জানলার চাপ চাপ বরফ সাথে সাথে গলে পড়তে থাকল। এখন জানলার মধ্যে দিয়ে জঙ্গলটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, গাছে গাছে হাঁড়িচাঁচারা লাফালাফি করছে—দূরে দেখা যাচ্ছে নীল পাহাড়ের ন্যাড়া চূড়ো।

মা মুরগী কাটতে জানত, কিন্তু খরগোসের ছাল ছাড়ায়নি কখনো। মা যতক্ষণ ধরে এই টুকুন খরগোসের ছাল ছাড়ালো, তার মধ্যে বড় একটা খাসী পাঁঠার ছাল ছাড়িয়ে কেটেকুটে ফেলা যেত।

ছাল ছাড়ানোটা মোটেই ভাল লাগল না গেকের, কিন্তু চুক খুব উৎসাহ করে মাকে সাহায্য করল, বদলে খরগোসের লেজটা পেল। লেজটা ভারী হাল্‌কা আর ফুরফুরে—উনুনের ওপর থেকে ফেলে দিতেই ওটা প্যারাসুটের মত শূন্যে ভাসতে থাকল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে তিন জনে মিলে বেড়াতে বেরোলো।

মাকে বন্দুকটা নিদেনপক্ষে গুটি কয় টোটা সাথে নিতে বলল চুক বারবার করে। কিন্তু মা বন্দুক ত' নিলই না, উল্টে সবচেয়ে উঁচু হুকের ওপর ওটা ঝুলিয়ে রেখে, টুলে চড়ে সবচেয়ে উঁচু তাকে টোটাগুলো রেখে দিল। চুককে সাবধান করে দিল—যদি ও একটাও টোটা ওখান থেকে চুরি করে তবে ওর হাড় কখানা আস্ত থাকবে না।

মুখ লাল করে কেটে পড়ল চুক। একটা টোটা এর মধ্যেই ওর পকেটে চলে গেছে।

ভারী মজার পাড়া বেড়ান হল। সরু হাঁটাপথ ধরে হাঁসের ঝাঁকের মত এক জন এক জন করে ওরা গেল ঝরণা পর্যন্ত। মাথার ওপরে ঠাণ্ডা নীল আকাশ। রূপকথার রাজপুরীর মিনার আর গম্বুজের মত আকাশ চিরে উঠে গেছে নীল পাহাড়ের ছুঁচলো চূড়োগুলো। আদেখ্‌লে হাঁড়িচাঁচাগুলোর কিচির মিচির ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না চারিদিকে। দেবদারুর ঘন ডালপালার মধ্যে লাফালাফি আর ছুটোছুটি করছে ছাই রঙের কাঠবেড়ালগুলো। গাছের তলের সাদা নরম বরফে অজানা সব জন্তুজানোয়ার আর পাখীর পায়ের ছাপ পড়ে অদ্ভুত নকশা হয়েছে। হঠাৎ কোথায় যেন গোঁ গোঁ আওয়াজ উঠল, কিছু ভাঙ্গার শব্দ শোনা গেল। বোধ হয় কোন গাছের মাথার ওপরকার চাপ ধরা বরফ ডালপালা ভেঙ্গে নীচে পড়ল।

আগে, মস্কোতে থাকতে গেকের মনে হত, দুনিয়া মানে মস্কো তার শড়ক বাড়ী ট্রাম আর বাস।

এখন মনে হল দুনিয়াটা একটা বিরাট অন্ধকার জঙ্গল।

গেকটা এমনিই: রোদ উঠলে সে ভাবত নিশ্চয়ই কোথাও বিষ্টি পড়ছে না, মেঘও নেই কোথাও।

যদি ওর মনে আনন্দ হত তাহলে ভাবত, দুনিয়ার সবারই আনন্দ হচ্ছে, সবাই সুখী।

* * *

দু'দিন কাটল। তৃতীয় দিনেও দারোয়ানের দেখা নেই। বরফ-ঘেরা ছোট্ট কুঁড়েটার মধ্যে বসে ওরা সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে গেল।

সবচেয়ে বেশী ভয় করত সন্ধ্যেয় আর রাতে। ঘর আর বারান্দার দরজায় হুড়কো এঁটে ওরা জানলায় মাদুর ঝুলিয়ে দিত, যাতে দূর থেকে বাতি দেখে কোন জন্তুজানোয়ার এসে হাজির না হয়। অথচ ঠিক উল্টোটাই করা উচিৎ ছিল, কারণ জন্তুজানোয়াররা ত' আর মানুষ নয়, ওরা আলো দেখলে ভয় পায়। চিমনির ভেতরে বাতাস হা হা করে উঠত, আর যখন বাইরের ঝড়ের মাতনে দেয়ালে আর জানলার কাঁচে বরফের কুঁচো আছড়ে আছড়ে পড়ত, তখন ওরা ভাবত বাইরে থেকে কেউ বোধ হয় ধাক্কাচ্ছে আর আঁচড়াচ্ছে।

উনুনের ওপরের তাকেই শুল ওরা। মা অনেকক্ষণ ধরে ওদের অনেক গল্প আর রূপকথা শোনাল, তার পর ঘুমিয়ে পড়ল।

গেক বলল, 'চুক, খালি গল্পেই যাদুকর থাকে কেন রে? সত্যি সত্যিই যদি ওরা থাকত, তবে কি হত রে?'

চুক বলল, 'ডাইনী বুড়ি আর দৈত্যরাও যদি থাকত, তবে?'

বিরক্ত হয়ে গেক মাথা নেড়ে বলল, 'না না, দৈত্যদানায় দরকার নেই বাপু! ওদের দিয়ে কি হবে? কিন্তু যদি একজন যাদুকরকে পেতাম তবে বলতাম, উড়ে যেয়ে বাবাকে খবর দাও— আমরা অনেক দিন হল এসে গেছি।'

'কিন্তু ও উড়ে যাবে কি করে?'

'কি করে আবার, ডানার মত করে হাত নেড়ে, নয়ত অমনি কিছু করে। ও নিজেই জানে কি করে।'

চুক বলল, ‘এখন হাত নাড়তে গেলে ঠাণ্ডা লাগবে। এই ত’ দেখ না, আমার হাতে ত’ ডবল দস্তানা ছিল, তবুও কাঠ আনতে যেয়ে আঙ্গুলগুলো ঠাণ্ডায় জমে গেল।’

‘কিন্তু সত্যি বল চুক, হলে বেশ হত তাই না রে?’

চুক ইতস্ততঃ করে বলল, ‘কি জানি, জানি না। আমাদের বাড়ীর এক তলায় মিশকা ক্রুকভদের ওখানে সেই খোঁড়া মানুষটার কথা তোর মনে আছে? সেই যে রে গোল গোল বিস্কুট বেচত। ওর কাছে কত কত মেয়েছেলে আর বুড়িরা আসত। ও সবার হাত দেখে বলে দিত কে স্খুখী হবে, কে অস্খুখী হবে।’

‘ও যা বলত সব সত্যি হত?’

‘তা জানি না। শুদ্দু জানি, একদিন পুলিশ এসে ওকে ধরে নিয়ে গেল। ওর ঘরে নাকি অনেক চোরাই মাল পাওয়া গেছে।’

‘তার মানে ও নিশ্চয়ই যাদুকর নয়, চোর। তোর কি মনে হয়।’

চুক স্বীকার করল, ‘নিশ্চয়ই চোর। আমি কি ভাবছি জানিস— সব যাদুকরই চোর হয়। তুই-ই বল, যদি ওরা যে কোন ছোট্ট ফুটোর মধ্যেই ঢুকতে পারে, তাহলে কাজ করতে যাবে কোন দুঃখে? যা চায়, তাই ত’ নেবে! নে গেক, তুই বরং ঘুমিয়ে পড়। তোর সাথে আর কথা বলব না।’

‘কেন?’

‘কারণ মেলা মেলা বাজে বকছিস এখন, এর পর ঘুমের মধ্যে বাজে স্বপ্ন দেখে খালি খালি আমাকে কনুই আর হাঁটু দিয়ে গুঁতোবি। কাল রাতে আমার পেটে এমন জোর ঘুষি মেরেছিলি—খুব ভাল করেছিলি, না? আয় না আমি তোর পেটে ঘুষি মেরে দেখাই…’

* * *

চতুর্থ দিন সকালে মাকেই কাঠ ফাড়তে হল। খরগোসের মাংস কবে শেষ হয়ে গেছে, তার হাড়-গোড় পর্যন্ত চলে গেছে হাঁড়িচাঁচাগুলোর পেটে। দুপুরে খালি চর্বি আর পেঁয়াজ দিয়ে জাউমত রাঁধা হল। রুটি বাড়ন্ত, কিছুটা আটা জোগাড় করে মা কটা রুটি সেঁকে নিল।

এই রকম খাবার খেয়ে গেকের মন মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল; মার মনে হল—বোধ হয় জ্বরই এসে গেছে ছেলেটার।

ওকে ঘরে থাকতে বলে, চুককে জামা-কাপড় পরিয়ে, জলের বালতি আর একটা ছোট স্লেজ নিয়ে মায়ে বেটায় বেরোলো জল আর সেই সাথেই জঙ্গলের ধার থেকে ভাঙ্গা ডালপালা জোগাড় করে আনতে—তাহলে কাল সকালেই উনুনে আঁচ দেওয়া যাবে।

গেক একা থেকে গেল। অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে গেল সে। কি যেন ভাবতে সুরু করল।

* * *

চুক আর মার ফিরতে দেরী হল। ফিরতি পথে ছোট্ট স্লেজটা উল্টে বালতির সবটুকু জল পড়ে গিয়েছিল, তাই আবার জল আনতে যেতে হল। অর্ধেক পথ এসে মা দেখে চুকের একহাতের দস্তানা নেই, জঙ্গলের ধারে ফেলে এসেছে। আবার ফিরল তারা। তার পর খোঁজোরে হেনরে তেনরে করতে করতে সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল।

বাড়ী ফিরে দেখে গেক নেই। প্রথমে ওরা ভাবল উনুনের ওপর ভেড়ার চামড়ার মধ্যে লুকিয়েছে! কিন্তু না, ওখানে নেই। চুক মিচ্‌কি হেসে মায়ের কানে কানে বলল, গেকটা নিশ্চয়ই উনুনের তলে লুকিয়েছে।

শুনে মা খুব চটে মটে গেককে বেরিয়ে আসতে বলল। কিন্তু

গেকের কোন সাড়া শব্দই নেই। তখন চুক একটা লম্বা হাতা নিয়ে উনুনের তলটা খোঁচাতে স্থুরু করল। না, গেক এখানে নেই।

মায়ের সত্যি সত্যিই ভাবনা হল। দরজার কাছের খোঁটাটার দিকে চেয়ে দেখে—গেকের কোট আর টুপি নেই।

বাইরে বেরিয়ে ঘরের চারপাশে খুঁজল মা, তার পর ঘরে ফিরে লণ্ঠন জ্বালালো। অন্ধকার ভাঁড়ার ঘর, কাঠের চালা পাঁতি পাঁতি করে খুঁজল।

গেকের নাম ধরে ডাকল বকল, অনুনয়-বিনয় করল—কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই। দেখতে দেখতে অন্ধকার এসে গিলে ফেলল বরফের স্তূপ।

তখন মা ঘরে এসে বন্দুকটা নামিয়ে নিয়ে টোটাগুলো পেড়ে লণ্ঠন নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। চুককে বলে গেল, ঘর থেকে যেন একপাও না নড়ে।

চার দিনে পায়ের ছাপগুলো মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

কোত্থেকে খোঁজ স্থরু করবে বুঝতে না পেরে রাস্তার দিকে ছুটে গেল মা। ভাবল, গেক নিশ্চয়ই একা একা জঙ্গলে যাবে না।

কিন্তু রাস্তায় জন-মনিষ্যির চিহ্নও নেই।

বন্দুকে টোটা পুরে মা একবার বন্দুক ছুঁড়ল, তার পর কান খাড়া করে রইল। আর একবার, আরো একবার বন্দুক ছুঁড়ল।

হঠাৎ কাছেই কোথাও থেকে বন্দুকের আওয়াজ এল। কে যেন তাড়াতাড়ি সাহায্য করতে আসছে। মা সামনের দিকে ছুটতে চাইল, কিন্তু বরফে পা দুটো ডুবে হোঁচট খেয়ে হাত থেকে লণ্ঠনটা পড়ে গেল। সাথে সাথে চিমনি ভেঙ্গে বাতি নিভে গেল।

হঠাৎ দারোয়ানের ঘরের দাওয়া থেকে গলাফাটানো চিৎকার ভেসে এল। চুকের গলা।

বন্দুকের আওয়াজ শুনে ভেবেছে, যে নেকড়েগুলো গেককে খেয়েছে তারা এবার বোধ হয় মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

লণ্ঠনটা ফেলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ফিরে এল মা। দেখে, চুকের গায়ে কোট নেই। ওকে ঠেলতে ঠেলতে ঘরে ঢুকে, কোণায় বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মা; তার পর এক হাতা ঠাণ্ডা জল তুলে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নিল।

দাওয়ায় মানুষের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। দরজা খুলে হন্তদন্ত হয়ে কুকুরের পেছন পেছন ঢুকল দারোয়ান। ওর গা দিয়ে তখন ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

দারোয়ান ঘরে ঢুকেই সোজা জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, কি? বন্দুক ছুঁড়েছিলে কেন?'

'ছেলে হারিয়ে গেছে।' মায়ের দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা নামল, আর কিছু বলতে পারল না।

দারোয়ান হাঁকড়ে উঠল, 'কেঁদো না, দাঁড়াও। কখন হারিয়েছে? অনেকক্ষণ হল, না এই মাত্র?' কুকুরের দিকে চেয়ে হাঁক ছাড়ল, 'পিছু হট্ বাহাদুর! হ্যাঁ তাড়াতাড়ি বল, না হলে আমি আবার চলে যাব!'

মা জবাব দিল, 'ঘণ্টা খানেক আগে হারিয়েছে। আমরা জল আনতে গিয়েছিলাম, ফিরে দেখি ও নেই। কোট আর টুপি পরে কোথায় যেন চলে গেছে।'

'হুঁ, এক ঘণ্টায় খুব বেশী দূর যেতে পারবে না। গরম জামা জুতো-পরা আছে, তার মানে ঠাণ্ডায় জমে যাবে না...। বাহাদুর, এখানে আয়। নে, শুঁকে দেখ।'

খোঁটা থেকে গেকের হুডটা নামিয়ে নিয়ে হুড আর ওর রবারের জুতো জোড়া বাহাদুরের নাকের দিকে ঠেলে দিল।

বাহাদুর ভাল করে শুঁকে টুকে বুদ্ধিমানের মত চকচকে চোখ জোড়া তুলে চাইল মালিকের দিকে।

দরজা খুলে দারোয়ান হাঁক ছাড়ল, 'এ দিকে আয় বাহাদুর! যা ওকে খুঁজে বের কর!'

কুকুরটা লেজ নেড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। দারোয়ান কড়া গলায় আবারো বলল, 'বাহাদুর, যা, খুঁজে আন।'

ও খালি এ দিক ও দিক মাথা দুলিয়ে থাবা দিয়ে মেজেয় আঁচড় কাটতে লাগল, এক পাও নড়ল না।

চটে মটে দারোয়ান বলল, 'এ কি রঙ্গ শুরু করলি?' আরো একবার হুড আর রবারের জুতো শুঁকিয়ে বাহাদুরের বকলস চেপে ধরল দারোয়ান।

কিন্তু বাহাদুর নড়তে নারাজ। বারকয় ঘুরপাক খেয়ে সোজা উল্টোদিকের কোণায় যেয়ে উপস্থিত হল।

একটা বড় কাঠের সিন্দুকের কাছে এসে লোমশ থাবা দিয়ে খানিকখন সিন্দুকের ডালা আঁচড়াল, তার পর মালিকের দিকে ফিরে তিনবার জোরে জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

তখন দারোয়ান হতবুদ্ধি মায়ের হাতে বন্দুকটা দিয়ে সিন্দুকের কাছে যেয়ে একটানে ডালা খুলে ফেলল।

ভেতরে, একগাদা ন্যাকড়া ভেড়ার চামড়া আর ছালার ওপর কোট গায়ে চাপিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে গেক, মাথার তলে টুপিটা।

ওকে টেনে বের করে জাগিয়ে দেওয়া হল। ঘুম-ভরা চোখে পিট পিট করে চাইতে চাইতে গেক বুঝতেই পারল না, ওকে ঘিরে এত হৈ চৈ আর আনন্দের কারণটা কি। মা ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে কাঁদতে থাকল। চুক ওর হাত আর পা ধরে টানা টানি করে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল:

'ধিন্ তা ধিনা, ধিন্ তা ধিনা'।

তার পর একসময় বাহাদুরের নাগের ডগায় একটা চুমু বসিয়ে দিল। লজ্জায় কুকুরটা মুখ ফিরিয়ে নিল। বাহাদুরও বুঝতে পারল না, এত হৈ চৈ কেন। ধীরে ধীরে লেজ নাড়তে নাড়তে জুল্ জুল্ করে চেয়ে রইল টেবিলের ওপরের রুটির টুকরোটার দিকে।

বোঝা গেল, মা আর চুক জল আনতে গেলে পর গেকের ভীষণ একা একা লাগছিল, তাই মাথা খাটিয়ে এক ফন্দি বের করে সে। কোট আর টুপিটা পেড়ে নিয়ে কাঠের সিন্দুকটার ভেতরে যেয়ে ঢোকে। ওর মতলব ছিল, ওরা ফিরে এসে ওকে যখন খোঁজাখুঁজি করবে, তখন সিন্দুকের ভেতর থেকে চিৎকার করে ওদের ভয় পাইয়ে দেবে।

কিন্তু ওরা ফিরতে মেলা দেরী করল, তাই চুপ করে শুয়ে

থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা সে নিজেও জানে না।

এই সময় দারোয়ান হঠাৎ উঠে এসে টেবিলের ওপর এক গোছা চাবি আর ভাঁজ করা নীল খাম ফেলে দিয়ে বলল:

'এই নাও। এই হল ঘরের আর ভাঁড়ারের চাবি আর এই হল বড় কর্তা সিরিওগিনের চিঠি। বড় কর্তা লোকজন নিয়ে আর চার দিন বাদে এসে পরবে, ঠিক নতুন বছরের মুখোমুখি।'

ওঃ তাই বল! এখন বোঝা গেল এই গোমড়ামুখো বদ-মেজাজী বুড়োটা কোথায় উধাও হয়েছিল। বলে কিনা শিকার করতে যাচ্ছি, আর যেয়ে হাজির হয়েছিল একেবারে সেই দূরের আল্‌কারাশ খাদে।

কৃতজ্ঞতায় মায়ের মন ভরে গেল, চিঠিটা না খুলেই উঠে যেয়ে বুড়োর কাঁধে হাত রাখল।

বুড়ো কোন জবাব দিল না। সিন্দুকের ভেতর বারুদের বাক্সটা উল্টে ফেলার জন্যে গেককে বকল আর মাকে বকল লণ্ঠনের চিমনি ভাঙ্গার জন্যে। অনেকক্ষণ ধরে বকবক করল বুড়ো, কিন্তু এখন আর এই গোমড়ামুখো বুড়োকে কে ভয় করে! সারাটা সন্ধ্যে মা গেককে চোখে চোখে রাখল। একটু কিছু হলেই ওর হাত চেপে ধরে, যেন এখুনি চোখের আড়াল হবে আবার। গেককে মেলা মেলা আদর করতে দেখে শেষপর্যন্ত চুকের রাগই হয়ে গেল। বার বার আপশোষ করতে থাকল, 'ইস, নিজেও কেন সিন্দুকের মধ্যে যেয়ে ঢুকলাম না!'

* * *

এবারে খুব মজা! পর দিন সকালেই দারোয়ান বাবার ঘরটা খুলে দিল, উনুনটা গণ্‌গণে করে জ্বালিয়ে দিয়ে ওদের জিনিষপত্তর

এ ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। ঘরটা বেশ বড় খোলা মেলা, কিন্তু জিনিষপত্তর সব ভণ্ডুল হয়ে আছে।

ঘরে ঢুকেই মা জঞ্জাল সাফ করতে লেগে গেল; সারাটা দিন ধরে ধূলো ঝাড়ল, মেজে ধূলো, ঘষা মাজা করে আসবাবপত্র ফিরে সাজাল।

সন্ধ্যেবেলায় দারোয়ান কাঠ এনে চৌকাঠে পা দিয়েই আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘরটা এত ঝক্‌ঝক্ করছে যে আর পা বাড়াতে সাহস হয় না।

কিন্তু বাহাদুর সোজা ভেতরে চলে এল।

ধোয়া মেজের ওপর দিয়ে সটান গেকের কাছে এসে ঠাণ্ডা নাকটা দিয়ে ওর গা ঘষে দিল। ভাবখানা এই—বোকারাম, আমিই ত' তোমায় খুঁজে বের করেছি, তাই আমাকে কিছু খেতে দেওয়া উচিত তোমার।

মা সস্নেহে একটুকরো সসেজ ছুঁড়ে দিল বাহাদুরের দিকে। দেখে দারোয়ান গজ গজ করে উঠল—তাইগায় কুকুরকে সসেজ দেওয়া হয়েছে শুনলে হাঁড়িচাঁচারাও হেসে কুটি-পাটি হবে।

মা দারোয়ানকেও বড় এক টুকরো সসেজ কেটে দিল। ধন্যবাদ জানিয়ে কেমন যেন আশ্চর্য হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেল বুড়ো।

* * *

ঠিক হল, পর দিনই নতুন বছরের জন্যে ঝাউগাছ বসানো হবে।

গাছ সাজানোর জন্যে মাথা খাটিয়ে কত রকম যে খেলনা গড়া হল তার ইয়ত্তা নেই।

খুঁজে পেতে যত রাজ্যের মাসিক পত্রের রঙিন ছবি কাটা হল। ছেঁড়া কম্বলের টুকরো আর তুলো দিয়ে পুতুল আর জন্তুজানোয়ার

বানানো হল। বাবার সিগারেটের কাগজগুলো কেটে সুন্দর সুন্দর ফুল তৈরী করা হল।

বুড়ো দারোয়ান পর্যন্ত কাঠ এনে অনেকক্ষণ ধরে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হাঁ হয়ে নতুন নতুন খেলনাগুলো দেখল। শেষপর্যন্ত আর থাকতে না পেয়ে কিছু চায়ের প্যাকেট-মোড়া রাংতা আর এক তাল মোম নিয়ে এল। মোমটা জুতো সেলাইয়ের পর বেঁচে গেছ্ল।

তার পর সে কি মজা! সঙ্গে সঙ্গে খেলনা গড়া ছেড়ে সবাই মোমবাতি বানাতে লেগে গেল। দেখতে অবশ্য খুব সুবিধের হল না, কিন্তু তাহলে কি হয়, দোকানের মোমবাতির চেয়ে মোটেই খারাপ জ্বলল না হাতে গড়া তেড়াবেঁকা মোমবাতি।

এবারে খালি ঝাউগাছ বসানো বাকী। মা দারোয়ানের কাছে একটা কুড়ুল চাইল। বুড়ো কোন জবাব না দিয়ে স্কি জোড়া পরে চলে গেল জঙ্গলে। ফিরল আধ-ঘণ্টা বাদে।

যাই বল, খেলনাগুলো তেমন আহা-মরি গোছের নাই বা হল, ছেঁড়া তেনার খরগোসগুলো না হয় বেড়ালের মতই দেখতে হল, সবকটা পুতুলের নাক একই রকম সোজা সোজা আর চোখগুলো ডেলা ডেলাই না হয় হল, রাংতা মোড়া পাইনের কাঁটাগুলোও দোকানের কাঁচের খেলনাগুলোর মত চকচকে নাই বা হল—তবুও সারাটা মস্কো খুঁজে এমনি একটা ঝাউগাছ খুঁজে বের কর দিকি? ঘন কাঁটায় ছাওয়া লম্বা সোজা গাছ, ডালের আগায় আগায় ছোট ছোট সবুজ তারা—তাইগার সত্যিকার সুন্দরী।

* * *

দেখতে দেখতে চারটে দিন কেটে গেল। অবশেষে বছরের শেষ দিন এল। ভোর থেকেই চুক আর গেক বাইরে বাইরে কাটাল। ঠাণ্ডায় নাকের আগা নীল হয়ে গেছে তবুও ঠাণ্ডার মধ্যেই ঘুরছে

আর ভাবছে — এই বুঝি লোকজন নিয়ে বাবা এল। দারোয়ান স্নানের ঘরটা গরম করছিল — ওদের ডেকে বলল — মিছেই ওরা ঠাণ্ডায় জমছে, দুপুরের খাওয়ার আগে বাবা আসবে না।

ঠিক তাই। যেই ওরা খেতে বসেছে অমনি দারোয়ান এসে জানলায় টোকা মারল। তাড়াতাড়ি কোন রকমে গায়ে কোট চড়িয়ে তিন জনে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল বারান্দায়।

দারোয়ান বলল, 'খুব ভাল করে চেয়ে দেখ। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বড় চূড়োর বাঁ পাশের পাহাড়ের গায়ে ওদের দেখতে পাবে, তার পর আবার ওরা তাইগার আড়ালে পড়ে যাবে। এর মিনিট ত্রিশেকের মধ্যেই বাড়ী পৌঁছোবে।'

ঠিক তাই হল। পাহাড়ের ফাঁড়ির মধ্যে থেকে প্রথমে বেরিয়ে এল এক সার কুকুর, একটার সঙ্গে আর একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা —

মাল বোঝাই কটা স্লেজ টেনে নিয়ে আসছে। পেছনে পেছনে স্কি করে ছুটে আসছে একদল মানুষ।

বিরাট পাহাড়ের গায়ে ওদের একেবারে এইটুকুন এইটুকুন দেখাচ্ছিল—কিন্তু এত দূর থেকেও হাত পা মাথা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

নেড়া পাহাড়ের গায়ে ফিক্‌মিকিয়ে উঠেই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল দলটা।

ঠিক আধ-ঘণ্টা বাদে কুকুরের ডাক মানুষের গলায় আওয়াজ আর স্লেজের শব্দ জানিয়ে দিল—ওরা এসে গেছে।

বাড়ীর গন্ধ পেয়েই কুকুরগুলো এক ছুটে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। নিশ্চয়ই ওদের খুব খিদে পেয়েছে। ওদের ঠিক পেছনেই স্কি করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল ন'জন মানুষ।

বারান্দায় চুক গেক আর মাকে দেখে মানুষগুলো স্কি'র লাঠি তুলে চিৎকার করে উঠল, 'হুররে!'

গেক আর থাকতে পারল না। লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে ছুটে গেল সব্বার আগের লম্বা দাড়িওয়ালা মানুষটার দিকে—সেই সব থেকে জোর চ্যাঁচাচ্ছিল। বরফের মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল গেকের।

* * *

সারাটা বিকেল ধরে এরা দাড়ি কামাল, নাইল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হল।

সন্ধ্যেবেলায় ঝাউগাছ ঘিরে জড়ো হল সবাই। সুরু হল নতুন বছরের উৎসব।

টেবিলে খাবার-দাবার সাজিয়ে ঘরের বাতি নিভিয়ে ঝাউগাছের মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু চুক আর গেক ছাড়া বাকী

সবাই ত' বড় বড়—তাই ওরা বুঝেই উঠতে পারল না, এর পর কি করা উচিত।

ভাগ্যিস একজনের কাছে একর্ডিয়ন ছিল—সুন্দর নাচের বাজনা বাজালো সে। বাজনা শুনে সবাই লাফিয়ে উঠল, নাচতে ইচ্ছে

করল সবারই। সবাই খুব সুন্দর নাচল, বিশেষ করে মায়ের সাথে ত' ভারী সুন্দর নাচল।

বাবা কিন্তু নাচতে জানে না। মস্তবড় দেখতে, ভারী ভাল মানুষ—কাঠের মেজের ওপর একটু হাঁটতেই আলমারির বাসনপত্তর ঝনঝন করে ওঠে—নাচলে না জানি কি হত!

বাপের দু'হাঁটুর ওপর বসে দু'ভাই সমানে জোরে জোরে হাততালি দিতে থাকল।

নাচের পর সবাই গেককে গান গাইতে বলল। বেশী সাধাসাধি করতে হল না। গেক নিজেও জানত ও গাইতে পারে, এ জন্যে বেশ গর্বও ছিল ওর। একবার বলতেই গান জুড়ে দিল।

একর্ডিয়নওয়ালা মানুষটা ওর সাথে একর্ডিয়ন বাজাল। কি গান গাইল গেক, তা এত দিনে ভুলে গেছি, তবে মনে আছে বেশ ভাল গানটা। সবাই চুপ করে শুনল। মাঝে মাঝে দম নেবার জন্য গেক থামতেই মোম পোড়ার পট্ পট্ আওয়াজ আর বাইরের হাওয়ার সাঁই সাঁই শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

গান শেষ হতেই হাততালি দিয়ে হৈ হৈ করে উঠল সবাই, গেককে কোলে তুলে লোফালুফি সুরু করল। কিন্তু মা ঝট্ করে গেককে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। মায়ের ভয়—উৎসাহের চোটে যদি খুব জোরে ওপরে ছুঁড়ে দেয় গেককে আর নিচু ছাদে ওর মাথাটা ঠুকে যায়, তখন?

ঘড়ির দিকে চেয়ে বাবা বলল, 'এস সবাই, এবারে বসা যাক। এক্ষুণি আজকের আসল প্রোগ্রাম সুরু হবে।'

রেডিও খুলে দিল বাবা। সবাই চুপচাপ বসে কান পেতে রইল।

প্রথমে কিছুই শোনা গেল না, তার পর একটা আওয়াজ উঠল—মটোর গাড়ীর হর্ণের মত খালি খালি বি-বি-বি-বি করছে,

তার পর একটুখানি হস্ হস্ ঘর্ ঘর্ করে বহু দূর থেকে সুরেলা টিং টিং আওয়াজ ভেসে এল।

ছোট বড় ঘণ্টা মিলে নানা সুরে বলছে:

তির-লিল্-লিলি দং
তির-লিল্-লিলি দং

চুক আর গেক মুখ চাওয়া-চাউই করল। ওরা এ ঘণ্টা ভাল করেই জানত—অনেক অনেক দূরে মস্কোর ক্রেমলিনের স্পাস্কায়া মিনারে, লাল তারার নিচের ঘড়ির ঘণ্টা বাজছে।

এখন, নতুন বছরের মুখে—শহরে, পাহাড়ে, তেপান্তরে, তাইগার জঙ্গলে, নীল সাগরে—সব জায়গায় সবাই রেডিও খুলে বসে এই ঘণ্টার আওয়াজ শুনছে।

আর সেই যে সাঁজোয়া রেলগাড়ীর সেনাপতি, খুব গম্ভীর মুখে চিন্তা করতে করতে ভরশীলভের হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করছিল সেও নিশ্চয়ই শুনছে ঘণ্টার আওয়াজ।

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে নতুন বছরের শুভ কামনা জানাল, সবাই সবাইকে বলল সুখী হও।

সুখটা কি? প্রত্যেকেই নিজের নিজের মত করে বুঝল এর মানে। কিন্তু সব্বাই জানত আর বুঝত যে, সৎভাবে জীবন যাপন করতে হবে, অনেক কাজ করতে হবে, আর তাদের বিরাট সুখের দেশ—সোভিয়েত দেশকে ভালবাসতে হবে, গড়ে তুলতে হবে।